যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

২৫ ২০০২

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের অপচেষ্টা রুখতে হবে

৩৯ সাবেক ছাত্রনেতার বিবৃতি

দেশের ৩৯ জন সাবেক ছাত্রনেতা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারার নিন্দা করেছেন।

তারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের অপচেষ্টাসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, প্রতিহত করতে সব প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তারা এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সব ব্যক্তি, মহল ও গোষ্ঠীকে অনুরোধ জানান।

গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা সমাজের যে কোন

রাজনীতি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

প্রমুখ।

রাজনীতি : ৩৯ ছাত্রনেতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের মূল উৎস রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র। আর ক্ষমতাসীনরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে থেকে দালাল সৃষ্টি করে। এ ধরনের দালাল শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই নির্বাচিত ভিসিদের অপসারণ করেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জোট সরকার নিজেদের আশ্রিত সন্ত্রাসীদের আড়াল করে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর জন্যই সন্ত্রাসের দায় ছাত্র রাজনীতির কাঁধে চাপাতে চাচ্ছে। এর পেছনে সরকারের ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। দুঃশাসন নির্বিঘ্ন করার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের মাধ্যমে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের কবর রচনা করে একদলীয় শাসন কায়েমের পাঁয়তারা চলছে। নেতারা বাঙালি জাতির যা কিছু মহৎ অর্জন তা ছাত্র আন্দোলনেরই ফসল বলে উল্লেখ করেন।

বিবৃতি দেয়া নেতারা হলেন- ওবায়দুল কাদের, বাহালুল মজনুন চুন্নু, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন এমপি, আবদুল মান্নান, মাহামুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, ফজলে হোসেন বাদশা, অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান, আনোয়ারুল হক, শিরীন আখতার, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মুকুল বোস, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, ডা. মুশতাক হোসেন, আবদুর রহমান, আতাউর রহমান ঢালী, মিজানুর রহমান মানু, এনায়েতুর রহিম, শাহে আলম, নাজমুল হক প্রধান, অসীম কুমার উকিল, শফি আহমেদ, নূর আহমেদ বকুল, এসএম কামাল হোসেন, মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, ড. আখতার সোবহান মাসরুর, রাগীব আহসান মুন্না, রুহুল কুদ্দুস বাবু, মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, ইকবালুর রহিম, একেএম এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, আবদুল্লাহ-হিল-কাইয়ুম, রুহিন হোসেন প্রিন্স, ওবায়দুর রহমান চুন্নু, সাজ্জাদ জহির চন্দন এবং আসলাম খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।